০৭-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করার প্রতিযোগিতা করতে হবে। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়ার গোলা (বোমা) লেগে যাবে।"

প্রশ্নঃ- এই নাটকের কোন্ গুপ্ত রহস্যকে কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো?

উত্তরঃ- ১) তোমরা জানো যে এই নাটকে বিভিন্ন ধরনের অভিনেতা আছে এবং তাদের প্রত্যেকের পার্ট (ভূমিকা) আলাদা। একজনের পার্ট (ভূমিকা) এবং ফিচার্স (চেহারা) অন্যজনের সাথে মেলে না। যে অলরাউন্ড হিরো পার্টধারী তার-ই গায়ন (প্রশংসা) করা হয়। যারা অল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ এক-দুই জন্মের জন্য অভিনয় করে তারা হল দুর্বল অভিনেতা। ২) পরমাত্মা সকল অভিনেতার মধ্যে বিরাজমান থেকে একলাই নৃত্য করেন না। তিনি হলেন এই বেহদ (সীমাহীন) নাটকের পরিচালক। তিনি নাম-রূপের ঊর্ধ্বে নন। যদি তিনি নাম-রূপের ঊর্ধ্বে হতেন, তাহলে তাঁর সম্মন্ধে যে গায়ন আছে - তোমার গতি মতি তুমিই জান... সেটা ভ্রান্ত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বলেছেন, আমি এক সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি, অর্থাৎ যে বাণপ্রস্থ অবস্থায় এসে গেছে। বাণপ্রস্থ মানে বাণীর 'পরে (ঊর্ধ্বে) অর্থাৎ নির্বাণধাম। মানুষ সুখধাম এবং দুঃখধামে থাকে। মানুষ যখন সুখধামে থাকে তখন সুখ ভোগ করে, তাই সুখধাম নাম রাখা হয়েছে। ধাম মানে যেখানে কেউ নিবাস করে। শান্তিধাম বলা হয়। কিন্তু ওখানে তো কোনো মানুষ থাকে না। শান্তিধাম বললে এটাই প্রমাণিত হয় যে ওখানে আত্মারা থাকে। ওখানে মানুষ থাকতে পারে না। সত্যযুগে মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে কিন্তু তার জন্য কোনো গুহায় গিয়ে থাকে না কিংবা মনকে নিঃসংকল্প করে না। ওখানে একটাই অদ্বৈত ধর্ম থাকবে, দ্বিতীয় কিছু থাকবে না। পরে যত ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে তত বহুমত বাড়তে থাকবে। যেখানে অনেক মত সেখানেই অশান্তি। বাণপ্রস্থকে নির্বাণধাম বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে আমরা আত্মারা হলাম নির্বাণধামের নিবাসী, যাকে মুক্তিধামও বলা হয়। ওখানে কেবল আত্মারা শান্তিতে নিবাস করে। কিন্তু সুখধামে তো শরীর থাকবে। শরীর আর শান্তি কখনো একসাথে থাকে না। হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে হয়তো দশ-বিশ দিন কিংবা এক মাস থাকতে পারে। কিন্তু কতদিন আর শান্তিতে থাকবে? এইসব করে তো মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। এটা তো ড্রামা, তাই না? বর্তমান সময়ে প্রায় সকল আত্মাই এই কর্মক্ষেত্রে এসে গেছে। সবাই ক্রমানুসারে আসে। আত্মাদের মধ্যেও তো বিভিন্ন ক্রম আছে, তাই না? কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতো, কেউ রজো এবং কেউ তমোগুণী। যারা অন্তিমে সামান্য সময়ের জন্য অভিনয় করে তারা হল দুর্বল আত্মা। ওদের খুবই কম পার্ট রয়েছে। ওদের অত প্রভাব হয় না এবং এত গায়নও করা হয় না। বিচার করে দেখ যে কাদের গায়ন করা হয়। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। ভারতেই তাঁর গায়ন করা হয়। অন্যান্য জায়গাতে কাদের গায়ন করা হয়? ধর্ম স্থাপকদের। যেমন যিশুখ্রিস্ট এবং তার পরে পোপের স্থান। ওদেরও চিত্র রয়েছে। যেসব আত্মাদের গায়ন করা হয় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছ। নাটকে যারা ফার্স্টক্লাস অভিনেতা, খবরের কাগজে তাদের নাম দিলে মানুষ তাদেরকে দেখার জন্য উৎসুক হয়। কেউ জানেই না যে এটা হল ৫ হাজার বছরের সীমাহীন নাটক। বিদেশিরাও অনেক বানানো গল্প-কথা বলে। তবে সবথেকে বেশি গল্প-কথা বলে ভারতবাসীরাই। স্বয়ং বাবা এসে আমাদেরকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিচ্ছেন - এটা অবশ্যই তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ হতে হবে। মুখ্য ক্রিয়েটার

(রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক) এবং প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর (প্রধান অভিনেতা) কে? শিববাবা। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং ব্লিসফুল (সুখদায়ী)। আমরা শিববাবাকে অভিনেতা বলতে পারি। দুনিয়ার মানুষ তো বলে তিনি কখনোই অভিনয় করেন না এবং তিনি হলেন নাম-রূপের ঊর্ধ্বে। তারপর তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। তাহলে কি কেবল একজন অভিনেতা রয়েছে যিনি সকলের মধ্যেই নৃত্য করেন। না, এখানে তো প্রত্যেকের অভিনয় আলাদা আলাদা। একজনের সাথে অন্যজনের মিল নেই। কতজন মানুষ আছে কিন্তু একজনের চেহারা অন্যজনের সাথে মেলে না। বাচ্চারা জানে যে এই বিশ্বনাটক হুবুহু পুনরাবৃত্ত হয়। তোমাদের কাছে এমন গান আছে যেখানে বলা হয়েছে যে পুনরায় গীতা জ্ঞান শোনাতে হয়। বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমি কতবার জ্ঞান শোনাই। আমি, তুমি এবং সমগ্র দুনিয়া এখনও আছে, আগের কল্পেও ছিল। প্রতি কল্পেই মিলন হবে। অন্য কোনো দুনিয়া নেই। বাবা বলেন, আমি এক তাই আমার রচনাও এক। গড ইজ ওয়ান। অন্য কোনো নাম নিশানা নেই। কেবল শিববাবাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। কিন্তু ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তি বলে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্মাকেই ত্রিমূর্তি দেখায়। ত্রিমূর্তি শঙ্কর বলে না। গায়ন করা হয় - দেবাদিদেব মহাদেব। প্রথমে ব্রহ্মা আসেন। এই তিনজন দেবতার মধ্যে নম্বর ওয়ান হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকেই গুরু বলা হয়। শঙ্কর কিংবা বিষ্ণুকে গুরু বলা যাবে না। ত্রিমূর্তির মধ্যে মুখ্য হলেন ব্রহ্মা। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা হল সম্পূর্ণ ব্রহ্মা। চেহারা তো একইরকম। তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, যিনি সকলের পিতা। তাঁর পরে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের গায়ন করা হয় যার দ্বারা এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের জন্ম হয়। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ। প্রথমে আদম অর্থাৎ আদি দেব এবং আদি দেবী এবং তারপর এদের দ্বারা রচনা করা হয়। কিন্তু সবাই তো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয় না। যে ব্রাহ্মণ হয়, সে-ই পরে দেবতা হয়। এটা হল পড়া। যজ্ঞতে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। ওই ব্রাহ্মণরা তো মেটেরিয়াল (ভৌতিক বস্তু দিয়ে) যজ্ঞ রচনা করে। কিন্তু তোমাদের এই যজ্ঞ হল রুহানি (আধ্যাত্মিক)। ওইসব যজ্ঞ কিছু সময়ের জন্য হয় এবং তারপর তিল, ঘি ইত্যাদি আহুতি দেয়। কিন্তু এই যজ্ঞ খুব বড়, এতে সমগ্র দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যায়। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কখনো যজ্ঞ হয় না। দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপদ্রব দূর করার জন্য যজ্ঞ করে। উপদ্রব শুরু হয় দ্বাপর থেকে। বাবা বলেন, এই যজ্ঞের পর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হয় না। বোঝানো হয় - এবার নিজেই বিচার কর কোনটা ঠিক? এইসব ছোট ছোট যজ্ঞ হল হদের যজ্ঞ। কিন্তু এটা হল বেহদের যজ্ঞ। এই যজ্ঞে সবকিছুর আহুতি পড়বে। তারপর অর্ধেক কল্প কোনো যজ্ঞ হবে না, পূজার জন্য কোনো মন্দিরও থাকবে না। মন্দির তো ভক্তিমার্গেই তৈরি হয়। সকল ভক্তই উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবাকে স্মরণ করে। কিন্তু সঠিক পরিচয় না থাকার জন্য 'নেতি-নেতি' করে। ওরা বলে - রচনা এবং রচয়িতার কোনো কুল কিনারা পাওয়া সম্ভব নয়। গায়ন করে বলে - হে ভগবান, 'তোমার গতি-মতি অনন্য যা কেবল তুমিই জানো'। নিশ্চয়ই তিনি কোনো মত দেন, তাই জন্যই বলে - সেটা কেবল তুমিই জানো। নিশ্চয়ই তাঁর নাম-রূপ আছে। তাই জন্যই বলে- তোমার গতি মতি অনন্য। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এই কথার অর্থ বুঝতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাই এবং তারপর শ্রেষ্ঠ দেবতা বানাই। আমি হলাম জীবনমুক্তি দাতা। আমিই সকলের মুক্তিদাতা। কলিযুগ শেষ হওয়ার পর সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সত্যযুগে কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটে না। বাবা এখন দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। বাকিরা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। কলিযুগের অন্তিমেই মুক্তিদাতা আসেন এবং নরক থেকে স্বর্গ বানান। এই দুনিয়ায় অনেক দুঃখ। একে তো স্বর্গ বলা যাবে না। পুরাতন দুনিয়াকে তো নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল আর পুরাতন দুনিয়ার কতই না খারাপ অবস্থা।

এটাই আবার নতুন দুনিয়া হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া বানান। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। কোথাও এইরকম লেখা নেই যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হল সূক্ষ্মবতনবাসী। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজা থাকে না। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই এখানেই থাকবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। দ্বিতীয় নম্বরে ব্রহ্মাবাবা। শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে বসে সেবা করেন। ব্রাহ্মণদেরকে দেবতা বানান। এই দুনিয়াটা তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। যা কিছু করে তার ফলে মানুষের কেবল পাপ-ই হয়। এখানে ভ্রষ্টাচারীদের সাথেই সকল প্রকার লেনদেন হয়। দ্বাপর থেকে ভ্রষ্টাচার শুরু হয়। অন্তিমে বাবা এসে মহান এবং শ্রেষ্ঠাচারী বানান। সকল বিশেষত্ব ফুরিয়ে যেতে ৫ হাজার বছর সময় লাগে। যে শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিল সে-ই নীচে নেমে যায়। এই খেলাটাই এইরকম। বাবা কত ভালো করে বোঝান। কেউ বসে বুঝলে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। করাচিতে ভাট্টির সময়ে তোমরা বোঝার জন্য আসতে। দেশভাগের পর সবাই চলে এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওখানেই রয়ে গেছিলে। কেউ তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সবার থেকে দূরে থেকেও তোমরা ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করেছ। সকলে তো একইরকম পুরুষার্থ করবে না। স্কুলেও সবাই একই নম্বর পায় না। দুজন স্টুডেন্টের পক্ষে ৯৯ পাওয়া সম্ভব নয়। ক্লাসে তো একজন অন্যজনের ওপর বসবে না। ঘোড়দৌড়ের সময়েও দুটো ঘোড়া একইরকম দৌড়ায় না। এর নাম হল রাজস্ব অশ্বমেধ। অশ্ব মানে ঘোড়া। তোমরা হলে রুহানি ঘোড়া। বাবার কাছে আগে পৌঁছনোর জন্য তোমরা ঘরের দিকে দৌড়াচ্ছ। সাইকেল, ঘোড়া ইত্যাদির রেস হয়, মল্লযুদ্ধেরও রেস হয়। তোমরা এখন সবথেকে বড় রেস এবং যুদ্ধ করছ। মায়ার ওপরে বিজয় প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করছ। বাবাকে স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়। এমন তো বলা হয় না যে গুরু নানককে স্মরণ কর কিংবা অন্য কাউকে স্মরণ কর। একজনই হলেন সকলের সদগতিদাতা। বাস্তবে সকলের ওপর দয়া কেবল একজনই করেন, তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা, পতিত-পাবন। কিন্তু ওরা নিজেদের নামও ওইরকম রেখে দিয়েছে - এটা তো ঠিক নয়। কেবল একজনই হলেন সকলের সুখদাতা। বাবা-ই সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যান। তাই বাবার কাছ থেকে সুখধামের উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ অভিশাপ দিয়েছে। এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। এটা তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। দেবতাদের দুনিয়া হল পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া। পাপের দুনিয়াতে কোনো পূণ্য হয় না। কেউ মারা গেলে বলে সে নাকি স্বর্গবাসী হয়েছে - এইসব কেবল বানানো গল্প। আরে, স্বর্গই তো এখন নেই। তাহলে স্বর্গে জন্ম নেবে কিভাবে? এইসব যে বোঝার সে-ই বুঝবে। বোঝার জন্য এখানে এসে বসতে হবে না। যদি বিদেশেও থাক, কিন্তু ৭টা দিন বাবার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্বনাশ। যদি তীর লেগে যায় তাহলে বলবে আরও ৭ দিন থাকব। বাবা পরখ করে দেখেন - সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়েছে কি না, স্বয়ং বাবা পড়াচ্ছেন এই তীর লেগেছে কি না...। বাবার কাছে তো থাকতে হবে, তাই না? যখন পাকাপাকি ভাবে রঙ লেগে যাবে তখন বিদেশেও যেতে পার। এখন পবিত্র হলে ২১ জন্মের রাজত্ব প্রাপ্তি হবে। এটা কি কোনো কম ব্যাপার? এক জন্ম পবিত্র থাকা তো কোনো বড় ব্যাপার নয়। বাবা অনেক যুক্তি বলেন। ধীরে ধীরে সেই যুক্তির দ্বারা চলতে থাক যাতে কোনো অশান্তি না হয়। বন্ধুত্বও থাকবে অথচ নিজেকে ক্রমশ মুক্ত করতে থাকবে। বাবা হলেন খুবই চতুর। বিভিন্ন যুক্তি বলে দেন। অনেক বাচ্চা 'ভুঁ-ভুঁ' করে পতিকেও নিয়ে আসে। তখন সেই পতি তার স্ত্রীর পায়ে পড়ে বলে এ-ই আমাকে বাঁচিয়েছে। ওই ব্রাহ্মণরা তো বিকারের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণরা পবিত্রতার বন্ধন বাঁধে এবং ঐ বন্ধনকে বাতিল করে দেয়। বাচ্চারা বলে - বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাও। তাহলে কেন আমরা তোমার কথা মেনে চলব না! খুশি খুশিতে পবিত্রতার অলঙ্কার বাঁধে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের পবিত্র থাকার যুক্তি নিজেকেই তৈরি করতে হবে। ২১ জন্মের রাজত্ব পাওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠাচারীদের সাথে লেনদেন করতে হবে। বাবার সঙ্গে থেকে নির্ভয় হতে হবে।

বরদান:- কর্ম করার সময়ে অলিপ্ত অথচ প্রিয় অবস্থায় থেকে, হাল্কা ভাবের অনুভব করতে সমর্থ কর্মাতীত হও।

কর্মাতীত মানে অলিপ্ত অথচ প্রিয়। কর্ম কর কিন্তু কর্ম করার পরে এইরকম অনুভব কর যেন কিছুই করিনি, যিনি করানোর তিনিই করিয়ে নিয়েছেন। এইরকম স্থিতির অনুভব করলে সর্বদা হাল্কা ভাব থাকবে। কর্মরত অবস্থায় শরীর এবং মন দুই-ই হাল্কা থাকবে। যত কাজের পরিমান বাড়বে, হাল্কা ভাব যেন ততই বৃদ্ধি পায়। কর্ম যেন নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে। মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করা এবং সংকল্পেও হাল্কা ভাবের অনুভব করা - এটাই হল কর্মাতীত হওয়া।

স্লোগান:- সকল প্রাপ্তিতে সর্বদা সম্পন্ন থাকলে সর্বদা প্রফুল্ল, সুখী এবং ভাগ্যবান হয়ে যাবে।